২ নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া
(Moral and Non-moral Action)

মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করাই নীতিবিদ্যার কাজ। কিন্তু যে কোন কর্মই নৈতিক মূল্যায়নের যোগ্য নয়। যে কর্মের জন্য আমরা দায়ী একমাত্র সেই কর্মই নৈতিক মূলায়নের যোগ্য হতে পারে। আমরা আমাদের সকল কর্মের জন্য দায়ী নই। যে কর্মের জন্য আমাদের দায়িত্ব নেই সেই কর্মের বিচার প্রসঙ্গে তাকে ভালো বা মন্দ বলা অর্থহীন। যেমন, শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়াসমূহ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, বা পরিপাক ক্রিয়ার জন্য আমরা দায়ী নই। যে অর্থে একজন মানুষের মিথ্যাকথন বা প্রতিশ্রুতিভঙ্গ নৈতিকভাবে বিচার্য সেই অর্থে তার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের নৈতিক বিচার হয় না। একজন মানুষ তার মিথ্যাচারের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু সে তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য দায়ী নয়। আসলে আমরা মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করি মানুষটিকে বিচার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যেখানে একজন মানুষকে তার কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না সেখানে তার কর্মের মূল্যায়নের মাধ্যমে সেই মানুষটির মূল্যায়ন করা যায় না। এই জাতীয় আচরণ বা কর্ম যেন নৈতিক বিচারের উর্ধ্বে।

যে ক্রিয়া নৈতিক বিচারের যোগ্য নয়, যে ক্রিয়াকে 'ভালো' বা 'মন্দ' এইরকম নৈতিক বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করা যায় না সেই ক্রিয়াকে 'অনৈতিক ক্রিয়া' বা 'non-moral action' বলা হয়। যে সব ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে, যে ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, যে ক্রিয়া অভ্যাসজনিত তারা সকলেই অনৈতিক। বাহ্যত তারা আমার ক্রিয়া হলেও আমি এই সমস্ত ক্রিয়ার জন্য দায়ী নই। তাই তারা অনৈতিক।

কেবলমাত্র ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়াই নৈতিক মূল্যায়নের বিষয় হতে পারে। ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে? যে ক্রিয়া স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত সেই ক্রিয়াই ঐচ্ছিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া স্বেচ্ছাকৃত অর্থাৎ এই ক্রিয়া করা বা না করার স্বাধীনতা আমার আছে। ঐচ্ছিক ক্রিয়া সর্বদাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী। এই ক্রিয়ার কর্তা সচেতনভাবে তার ক্রিয়াকে উদ্দেশ্য অভিমুখে পরিচালিত করতে পারে। যেমন, প্রতিজ্ঞা করার পর আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারি অথবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি। এই দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন একটিকে আমি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারি। তাই আমি যদি প্রতিজ্ঞা পালন করি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি তা হলে উভয় ক্রিয়াই ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে গণ্য হবে। ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে 'ভালো' বা 'মন্দ' বলা যায়। আমরা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্য দায়ী। তাই তার নৈতিক মূল্য আমাদের স্পর্শ করে।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 'ভালো' এবং 'মন্দ' দুটিই নৈতিক মূল্যায়নমূলক শব্দ। তাই যখন কোন ক্রিয়াকে 'ভালো' বলা হয় তখন যেমন তার নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়, সেইরকম যখন কোন ক্রিয়াকে 'মন্দ' বলা হয় তখনও তার নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়। তবে যখন কোন ক্রিয়াকে 'ভালো' বলা হয় তখন আমাদের বক্তব্য এই যে সেই ক্রিয়াটি নীতিসম্মত বা moral ; আবার যখন

কোন ক্রিয়াকে 'মন্দ' বলা হয় তখন আমাদের বক্তব্য এই যে ক্রিয়াটি নীতিসম্মত নয়, অর্থাৎ ক্রিয়াটি immoral. কোন ক্রিয়াকে যদি 'moral' বলা হয় তা হলে যেমন ক্রিয়াটিকে নৈতিক ক্রিয়া বলা হবে সেইরকম কোন ক্রিয়াকে 'immoral' বলা হলেও ক্রিয়াটিকে নৈতিক বলা হবে। আসলে সেই ক্রিয়াই নৈতিক যার নৈতিক মূল্যায়ন হয়। 'ভালো' বলা এবং 'মন্দ' বলা একইভাবে নৈতিকতার লক্ষণ। যাকে 'ভালো' বা 'মন্দ' কিছুই বলা যায় না তাই 'non-moral' বা 'অনৈতিক'।

অনৈতিক ক্রিয়া
Non-moral action

আমরা জানি যে আমাদের সমস্ত কর্মই ভালো বা মন্দ বলে বিচারের যোগ্য নয়। যে ক্রিয়াকে ভালো বা মন্দ বলে বিচার করা যায় না সেই ক্রিয়াই অনৈতিক ক্রিয়া। যাবতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে অনৈতিক ক্রিয়া বলা হয়।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
Non-Voluntary Action

যে ক্রিয়া আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা প্রণোদিত নয় তাই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। আমাদের দেহযন্ত্রের সাহায্যে এই ক্রিয়া সম্পাদিত হলেও এর পিছনে সচেতন সঙ্কল্প থাকে না। অভ্যাসবশতঃ আমরা যে কাজ করি অথবা যে কাজ স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃস্ফূর্ত তা আমাদের ইচ্ছার দ্বারা পরিকল্পিত বা পরিচালিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবর্তক্রিয়া একটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। আমার হাতটি আগুনের কাছাকাছি গেলে আমি তৎক্ষণাৎ হাতটি সরিয়ে নিই। এই ক্রিয়ার পিছনে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই। এই ক্রিয়া আমার পরিকল্পিত নয়। হাতটি সরিয়ে না আনার পক্ষে এখানে আমার কোন স্বাধীনতা নেই। যেহেতু এই কাজ স্বাধীন বা পরিকল্পিত নয় অথচ এখানে একরকমের আবশ্যিকতা আছে তাই আমি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি না। এই কারণে এই জাতীয় কাজকে ভালো বা মন্দ বলা অর্থহীন। এইভাবে এই কর্ম নৈতিক বিচারের যোগ্য হয় না। এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া অনৈতিক কর্ম বলে গণ্য হয়।

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলিকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে উল্লেখ করা হয়—

(১) **স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া** — এই ক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। শিশু জন্মাবার পরই যে অঙ্গসঞ্চালন করে তা শিশুর ইচ্ছাপূর্বক ক্রিয়া নয়। এই ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত। পরিণত বয়স্ক মানুষের মধ্যেও এই জাতীয় অনেক ক্রিয়া দেখা যায়, যেমন রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া প্রভৃতি আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে ঘটে থাকে। আমাদের নিজের দেহযন্ত্রের ক্রিয়া হলেও আমরা এই ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকি না।

(২) **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Reflex Action)— বাহ্য উদ্দীপকের উপস্থিতিতে ইচ্ছা প্রয়োগ ছাড়াই যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় তার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া সচেতন নয় এবং সম্পূর্ণভাবে পূর্বপরিকল্পনা রহিত। চোখে তীব্র আলো পড়লে আমরা তৎক্ষণাৎ চোখের পাতা বন্ধ করি। এর জন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। এটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। প্রতিবর্ত ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ এবং সেই কারণে তার কোন নৈতিক মূল্য নেই।

(৩) **ভাবজ ক্রিয়া** (Ideo-motor Action)— কখনও কখনও কোন ভাব আমাদের মধ্যে ক্রিয়ার সঞ্চার করে। এই ক্রিয়ার নাম ভাবজ ক্রিয়া। কোন কোন ভাব আমাদের মনে যখন অত্যন্ত প্রবল বা তীব্র হয় তখন তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশোন্মুখ হয়ে ওঠে এবং বাহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মনের ভাবকে ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য কোন সচেতন সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয় না। ফুটবল খেলার দর্শক যখন গোলপোস্টের মুখে বল দেখে তখন তার মনে এইরকম ভাব উপস্থিত হয় যে গোল হোক্ এবং তৎক্ষণাৎ সে নিজের অজান্তেই পা ছোঁড়ে। এই ক্রিয়া সচেতন ভাবে পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত নয়। তাই এই ক্রিয়ার নৈতিক মূল্য নেই।

(৪) **সাহজিক ক্রিয়া** (Instinctive Action)— প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। এই প্রবৃত্তি জন্মগত। মানুষের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি আছে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, সন্তান পালনের প্রবৃত্তি, বংশরক্ষার প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রবৃত্তিবশে মানুষ যে ক্রিয়া করে তাকেই সাহজিক ক্রিয়া বলে। সাহজিক প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক ; অথচ সচেতন ভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই ক্রিয়া করা হয় না। ইচ্ছাপূর্বক করা হয় না বলে সাহজিক ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়।

(৫) **অনুকরণমূলক ক্রিয়া** (Imitative Action)— আমরা যে অন্যের ক্রিয়াকে অনুকরণ করি এ কথা অনস্বীকার্য। এই অনুকরণ ইচ্ছাকৃত হতে পারে আবার ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। যেমন, শিশু অন্যের আচরণকে অনুকরণ করে। কিন্তু শিশুর এই অনুকরণ ইচ্ছাকৃত নয়। তার অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত। সেইজন্য শিশুর অনুকরণমূলক ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক বলা হয়। স্বভাবতঃই এই ক্রিয়া অনৈতিক।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া
Voluntary Action

কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে বা সচেতনভাবে যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী, ইচ্ছাপূর্বক এবং সচেতন প্রযত্ন সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একজন ছাত্র যখন প্রস্তুত হয়ে বিদ্যালয়ের পথে যাত্রা করে তখন তার ক্রিয়াকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর সূত্রপাত হয় একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিকল্পনার মাধ্যমে। কিন্তু শুধুই পরিকল্পনা নিরর্থক হয় যদি তা কার্যে পরিণত না হয়। তার জন্য প্রয়োজন প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা আমাদের দেহকে সঞ্চালিত করে এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্ম দেয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে—

মানসিক স্তর (Mental stage), **দৈহিক স্তর** (bodily stage) এবং **বাহ্যিক স্তর** (external stage)।

মানসিক স্তর (mental stage)—

এই তিনটি স্তরের মধ্যে মানসিক স্তরটি সর্বাপেক্ষা জটিল। মানসিক স্তরে শুধুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিকল্পনা সরলভাবে থাকে না। এই পরিকল্পনা নানা পর্যায় অতিক্রম হয়ে দৈহিক স্তরে প্রবেশ করে।

(ক) প্রথমতঃ কোন কর্মের চিন্তাই আমাদের মনকে অধিকার করতে পারে না যদি আমার মনে কর্মের স্পৃহা না থাকে। কর্মের স্পৃহা আসে শূন্যতা বা অভাবের বোধ থেকে। একজন মানুষ খাবারের অন্বেষণ করতে প্রবৃত্ত হয় যদি তার মধ্যে ক্ষুধা থাকে। ক্ষুধা একরকম অভাববোধ। ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত থাকে খাদ্যের অভাববোধ। এই অভাব দূর করার জন্য আমরা কর্মে অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই।

(খ) **উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ধারণা**— শুধু অভাববোধ নয়, এই অভাব কিভাবে নিবৃত্ত হতে পারে সে বিষয়ে যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে তা হলে অভাবই থাকবে, তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। আমার ক্ষুধার কষ্ট আমাকে কোন কর্মেই প্রবৃত্ত করতে পারবে না যদি আমার এই ধারণা না থাকে যে খাদ্যই আমার এই অভাব দূর করতে পারে। লক্ষ্য বস্তুর এই বোধ নিয়েই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই।

(গ) **কামনা**—অভাববোধ এবং সেই অভাব যে বস্তুর দ্বারা নিবৃত্ত হতে পারে সেই বস্তুর ধারণা নিষ্ফল হবে যদি সেই বস্তু সংগ্রহ করার কামনা বা ইচ্ছা আমার মধ্যে না থাকে। ইচ্ছাই সর্বদা কর্মের পূর্বগামী হয়। যেখানে ইচ্ছা বা কামনা নেই সেখানে কর্মও থাকে না। সুতরাং ক্ষুধায় আমি খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হব যদি খাদ্য সম্বন্ধে আমার ধারণা থাকে এবং আমার মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের কামনা থাকে।

কামনা যদি একমুখী হয় তা হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সহজ হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমাদের কামনা বহুমুখী অর্থাৎ আমরা বহু বস্তু একই সঙ্গে কামনা করি। তখন যেন কামনাও বহু হয়ে যায়। প্রতিটি কামনাই যেহেতু পরিতৃপ্তি চায় তাই বহু কামনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়।

(ঘ) মানুষের মনের স্বভাবই হল সে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে চায়। তাই সে চায় বিভিন্ন কামনার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হোক। তাই কামনা-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে মানুষ গুরুত্ব, সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিচার করে কোন একটি কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে চায় এবং অপর কামনাগুলিকে বর্জন করে। এইভাবে লক্ষ্যবস্তু এবং তার কামনা নির্দিষ্ট হলে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। বিভিন্ন কামনার দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে একটি বিশেষ কামনাকে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক পর্যায় সমাপ্ত হয়।

দৈহিক স্তর (Bodily stage)— মানুষ যখন কামনার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তখনই সে একটি নির্দিষ্ট কামনা পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা কিন্তু মানসিক নয়। কামনার নিবৃত্তির জন্য দৈহিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কি জাতীয় দৈহিক ক্রিয়া কামনা পরিতৃপ্ত করবে তা নির্ভর করে কামনার প্রকৃতির উপর। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আহার্যের কামনাই নির্ধারণ করে দেয় আমাকে কিরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। আমরা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালন করে তখনই খাদ্যভাণ্ডারে যাই। যদি রোগীকে সেবা করা বা তার যন্ত্রণা নিবৃত্ত করা আমার কামনা হয় তা হলে আমার মধ্যে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার দৈহিক প্রবৃত্তি হবে।

বাহ্যস্তর (External stage)— দৈহিক ক্রিয়ার ফলে বাহ্য জগতে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পরিণাম।

প্রশ্নাবলী

১। ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

২। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি বিশ্লেষণ কর।

৩। 'নৈতিক' ও 'অনৈতিক'—এ দুটি শব্দের অর্থ কি?

৪। বিভিন্ন প্রকার অনৈতিক ক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(১) 'অনৈতিক ক্রিয়া' কাকে বলে?

(২) 'অনৈতিক ক্রিয়ার' কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

(৩) যে কাজকে 'মন্দ' বলা হয় সেই কাজই কি অনৈতিক?

(৪) অভ্যাসের ক্রিয়া কি নৈতিক বিচারের বিষয় হতে পারে?

U.G.C. BOOK BANK
M. K. C. LIBRARY

M. K. C. L.
Accession No. 6272
Price 75/-